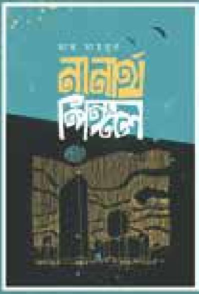

কবিতা কখনো কখনো শুধু উচ্চারণে নয়, নীরবতার মাঝেও কথা বলে। **নানার্থ পিঙ্গল** তেমনই এক কবিতার সংকলন, যেখানে প্রতিটি শব্দ যেন নিঃশব্দে আত্মাকে স্পর্শ করে। **মাসুদ মাহবুব** তার কবিতায় নির্মাণ করেছেন এক অভ্যন্তরীণ জগৎ-যেখানে প্রশ্ন, প্রতিবাদ, প্রার্থনা ও প্রত্যয় পাশাপাশি পথ হাঁটে। তাঁর কবিতায় আসে শব্দের শ্বাস, নারীর গোপনতা, শরীরের ভাষা ও মজ্জাগত বিদ্রোহ। এখানে ভাষা কেবল প্রকাশ নয়, হয়ে ওঠে নিজেকে পুনঃউদ্ভাবনের এক অন্তরঙ্গ অস্ত্র।

প্রতীক, ইঙ্গিত ও ব্যাকরণ ভেঙে তিনি নির্মাণ করেন এক নতুন বাক্যজগৎ, যেখানে প্রতিটি পঙ্‌ক্তি পাঠককে টেনে নেয় অনুভবের গভীরে। ভাষা এখানে শুধু বাহন নয়-এ এক আত্মা, এক সংগ্রাম। **নানার্থ পিঙ্গল** কেবল একটি কাব্যগ্রন্থ নয়, এটি এক অনুধ্যান, এক অভিজ্ঞতা। কালের অশান্ত রাত্রিতে এটি হতে পারে এক ধ্যানমগ্ন আলোকধারা।

শব্দের নিচে যে নীরবতা কথা বলে, সেই নিঃশব্দ ভাষাকে বইয়ের পাতায় ধরে রাখতে পারাটা মুদ্রণশিল্প-এর সৌভাগ্য। একজন প্রকাশক হিসেবে আমি বিশ্বাস করি-মাসুদ মাহবুবের কাব্যচিন্তা পাঠকের মনে দীর্ঘ অনুরণন হয়ে বাজবে।

- কাজী জোহেব

মাহু মাহবুব

নানার্থ পিঙ্গল

মুদ্রণশিল্প

নানার্থ পিঙ্গল
মাহু মাহবুব

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০২৫
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

মুদ্রণশিল্প
প্রকাশক : কাজী জোহেব
আন্দরকিল্লা, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম-৪০০০।

বানান সংশোধন : সম্পূরণ

প্রচ্ছদ : পরাগ ওয়াহিদ

মূল্য : ২৫০ টাকা মাত্র

কলকাতা পরিবেশক : **অভিযান বুক ক্যাফে**, ১/১এ,
বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলেজস্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩

ISBN : 978-984-99918-2-3

Nanartha Pingle by Mahu Mahbub
Cover : Porag Wahid
Date of Publication : Jun 2025.
Price : 250 Tk / RS 180 / US $ 10

E-mail : mudronshilpo@gmail.com

Online Distributor

সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ :
লেখক ও প্রকাশকের যৌথ অনুমতি ব্যতীত এই বই বা বইয়ের কোনো অংশবিশেষ ই-বুক অথবা অনলাইনে প্রকাশ করা যাবে না এবং কোনো যান্ত্রিক উপায় অবলম্বনে কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্ত লঙ্ঘিত হলে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

mudronshilpo

উৎসর্গ

হৃদয়ের গভীরে লুকানো যে নাম,
যাঁর পরশে জীবন হয় মধুময়,
এই পবিত্র পাতায় সেই প্রিয় নামটি লিখবার
অধিকার শুধু তোমারই রয়...

সূচি

প্রক্ষালন ০৯
কুণ্ঠা-১ ১০
কুণ্ঠা-২ ১১
কুণ্ঠা-৩ ১২
উরুত ১২
ঈঙ্গিত ১৩
আরক ১৩
জীবনডোরা ১৪
সময় সন্ধির বাহিরে ১৫
চাঁদকুত ১৬
ভাগ চিত্রণ ১৭
স্থান নির্ণয় ১৮
কিস্তিমাত ১৯
তুষ্ণা ১৯
সন্মরণ ২০
দৈব ২১
আলেখ্য ২১
বুটিক ২২
তড়িৎ বিচ্ছিন্ন ২২
যন্ত্রসত্ত্বা ২৩
২৪ পরমায়ু
২৪ ঝমঝম
২৫ সামীপ্য
২৬ লজ্জাবস্ত্র
২৭ তপ্ত গৃহের খোঁজে
২৮ দাঁড়
২৯ সুন্দরের ছোঁয়া
৩০ প্রসার
৩১ প্রত্যাগমন
৩২ রোলার
৩৩ বিয়োজক
৩৪ তত্ত্বাবধান
৩৫ সময়
৩৬ পুনর্বার প্রাদুর্ভাব
৩৭ মন্ত্রণা
৩৮ অবহিত
৩৯ ডিগ্রিপ্রাপ্ত নেত্রের যমজ দৌড়
৪০ হলফ মেঘমালা
৪১ মোড়
৪১ সাধারণ কথন
কম্পাস ৪২
তাঁতকল্প ৪৩
অপরিস্ফুট ৪৪
যাও, ফিরে যাও ৪৫
পত্রহরিৎ ৪৬
কবি কথা ৪৭
সাগর ভাবনা ৪৮
ছুঁয়ে যাওয়া পাখিদের নখ ৪৯
সত্যপালক ৫০
প্রত্নতত্ত্বীয় কিঞ্চিৎ ৫১
প্রশ্বাস ৫২
পূর্ণিমা ৫৩
সাফল্যের গড়ানে ৫৪
বুকজুড়ে কম্পাসের শাসন ৫৪
অবগুণ্ঠন ৫৫
অকস্মাৎ ডালপালাগুলি ৫৬
অরূপান্তর ৫৯
অধিবিষ ৬০
প্রান্ত ৬১
৬২ বর্ণ
৬৩ নিদ্রা অথবা তৌর্যত্রিকে
৬৪ রন্ধনপ্রণালি
৬৫ সংসর্পী
৬৬ ছিন্ন পালে
৬৭ আতিপাতি
৬৮ বীজবারক
৬৯ জন্তু খামার
৭০ বিস্তৃতি
৭১ অনুরণন
৭২ রূপকথা চাবি
৭৩ মর্দল
৭৪ মরমিয়া
৭৫ দিনমান
৭৬ স্খলিত
৭৭ চকিতহত
৭৮ পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া
৭৯ সংস্রব
৮০ প্রশ্নাতীত

প্রক্ষালন

আমার ময়লা ধুতে ধুতে মরে যাচ্ছে অথৈ সাবান,
আমি তার মৃত্যুপূর্ব সুগন্ধি আত্মত্যাগ গায়ে মাখতে মাখতে

মগে ক'রে তুলে আনছি
–তার-ই শত্রু জল

আমার জীবাণু মুক্তি ও সাবানের মৃত্যু সমার্থক
সাবানের নিয়তি আমার সু-স্নিগ্ধ স্নান হয়ে
ধুয়ে ধুয়ে যাচ্ছে কেবল।

কুণ্ঠা-১

সংকোচে উঠে আসতেই পারে কোনো কালো জাহাজ
তুমি তোমার মতো করে ভাবতে পারো
অণু-পরমাণু মৌল-যৌগের ভাষায়
কতটা বিক্রিয়া জড়ানো থাকে

আমি লিপস্টিক ঠোঁটে রংচটা আর্তনাদ
বসাবোই সময় মতো

তুমি যেন কুণ্ঠা করো না।

কুণ্ঠা-২

কত কত পাখি উড়ে গেলে
তারপর,
নেমে আসে সন্ধ্যে

তার ওপর

ঢিল ছুড়ে ছুড়ে সোনালি বালক
আর মাছরাঙার দূরত্ব
ক্রমশ ক্ষীণ হতে হতে
বহুদূর বিন্দু ছাড়িয়ে মিশে যায়

গোপন থেকে গোপনতর মুহূর্তে।

জলে জলে রক্ত মিশে আছে
এসো, আমরা পান করি সুধারস।

তারপর,
আরও একটা মাছরাঙা
সোনালি বালক
মুহূর্তে গোপন থেকে
গোপনতর হতে হতে
দূরে মিলিয়ে যাবে
হয়তোবা,
নেমে যাবে সন্ধ্যে।

কুণ্ঠা-৩

আরও একটা ঘরবন্ধ কিশোর
তালা খুলে ছুড়ে দিলো
ভেঙে ফেলল আখা আর হাতা-খুন্তি

পৃথিবীর সব ছাদ থেকে
যখন চিলেকোঠার একদিকে
ছায়া এসে পড়ে

গনগনে দুপুরেও বাতাসে ঠান্ডা লাগায়

আমি শুধু একা
স্নানহীন বসে থাকি
রোদের ওপর।

উরুত

সন্ধির অভাবে ধুয়ে যাচ্ছে উরু
কাছেপিঠে রোদের ঘনঘটা
সদ্য কিশোর পেরনো ঠোঁটে
কবিতার যোনি থেকে
ছিনিয়ে আনছি
তোমার বুক থেকে হারানো
পঙক্তি।।

ঈঙ্গিত

প্রত্যেক প্রার্থিত বস্তুর একটা আগুন থাকে
থেকে যায়।

আগুনের কোনো নিশ্চয়তা নেই

প্রত্যেক দিনের মতো
আগে–পরে
সে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা

তার সোনালি ছটায়
শুধু দিগন্ত ভাসে।

আরক

তীব্রতা খুলবে বলে বাকলের সেজে ওঠা
রজনের আলতোয় ঠোঁট, সোঁদা অবধি

শোষণ ক্ষমতা উপচে যাচ্ছে
শিকড় বাকড়ের সীমা
তীব্রবিন্দু ঘিরে ঘিরে পরী নাচ

ক্ষিধের শেষটুকু তরলে তরল
বিষ ছেঁকে আলজিভ ভারী হয়ে থাকে।

জীবনডোরা

দুধ সাদা মার্কিন কাপড়ে মোড়া আততায়ী ঘুম।
পা থেকে মাথা ভিজে যায় নোনা জলে।
আদিগন্ত সমুদ্র স্রোত আর নুন বালি।
কোথাও এক টুকরো চকমকি নেই।
অথচ ছাইয়ের জন্ম অবশ্যম্ভাবী।
দেদার ক্যালকুলেশন চলছে ফিসপ্লেটের ঘরে।

গনগনে আঁচে এবারের মতো সেঁকে ফেলা যাক শেষ প্রতিশ্রুতি।
এরপর দেয়াল জুড়ে সাজানো হবে স্মৃতির ঘর সংসার।
যেকোনো ফুলেই মানিয়ে যায় তার ইনটিরিয়র ডেকোরেশান।

আর,
উৎসব শেষে একটু একটু করে জেগে ওঠে শব্দমাখা ঘর।

সময় সন্ধির বাহিরে

ভরবেগ হাতে লুকোচুরি খেলতে
একটা বিষণ্ন লাগে
একটা প্রসন্নতা
আসন্ন ঘনিয়ে আসছে
পেছনে ধরে রাখা মানসিকতায়
পেখম ছাড়তে দুপুর এবং
কয়েক ফোঁটা বৃষ্টির লুকোচুরি লাগে
চুরি করতে করতে লুকোনো
লুকোতে লুকোতে চুরি
পৃথ্বীশ, একটা রোষে যাওয়া
বিগড়ে যাওয়া পাপোশ
কুড়িয়ে আনা ঝরে ঝরে
তুলে আনছে প্লেট
কফিতে গরম জল ডোবানো মাংসচিহ্নে
হাড় জমে রোজ
আর কত চুমুক মারব
বলো, শুকতারা।

চাঁদকুত

পা ছোঁয়াতেই
সিঁড়িরা কবরে নেমে যায়...

মাটির পাতে আঙুল আঙুল এপিটাফ
পড়তে
পড়তে
কোনো এক উন্নাসিক লাশের মতো
টেনে নিচ্ছি তোমার গন্ধ
অজানা রন্ধ্রে চুবিয়ে
কুচ এর বোঁটা থেকে উপড়ে নিচ্ছি বাদাম

একজোড়া কোমর চষে
ঘাসের ওপর নামার আগে
ত্রিমাত্রিক সেমিকোলন থেকে
মই ছিনিয়ে নিল কেউ।

ফাটা ঠোঁট
ঠোঁটকাটা
লাভ বাইট
আচমকা,
মই বেয়ে একটা কবর উঠে আসে...।